

Joi Bangla

Ekushey of Bangla  
Ekushey of the World

Joi Bangabandhu

THE IMMORTAL 21ST FEBRUARY  
INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY

Special Supplement

7th December 1999

Planned &amp; Designed by : Triune (Pte) Ltd.

## International Mother Language Day : Background and Foreground

—Dr Syed Anwar Husain

**17** November 1999 would ever remain one of the major turning-points not only in the annals of the peoples of the world with their four-thousand or so mother-languages, but also in those of the Bengalees who inhabit the independent state of Bangladesh. For reasons more than one, it is the Bengalees who are entitled to take pride in the historic decision of UNESCO on this day.

Despite the fact that this UNESCO decision recognises all the mother languages across the world the Bengalees, for obvious circumstantial reasons, can smugly make a check-list of the gains they have garnered because of the decision. The day 21 February would henceforth be observed as the International Mother Language Day, but the rest of the world would now have to reckon with the fact that this day belongs to the legacy of the valiant language — martyrs of Bangladesh. On this day, in 1952, about half a dozen young souls fell to the indiscriminate police-firing for their demand to make Bangla (a language spoken by 54 per cent of the then Pakistani citizens) one of the state languages of Pakistan. But the blood thus spilt was not in vain; in 1956, the first constitution of Pakistan recognised this demand. Today, especially after the historic UNESCO decision of 17 November, these language-martyrs must be turning in their graves with elation and jubilation as their dear mother language has been recognised by the world-body along with other mother languages. For these language-martyrs the emergence of independent Bangladesh twenty-eight years back was an earlier cause for jubilation; for, Bangladesh had emerged out of Bengali nationalism the well-spring of which was the Bengali language. For the present generation of Bengalees who have benefitted out of the fruits of sacrifices of the language-martyrs the instant reaction to the UNESCO decision may be likened to the one which considers conquering the whole world in a big battle, albeit without firing a single shot. The

immortal 21 February would no longer be the legacy entwined only with the Bengalee nation, the whole world would have to partake of the same.

This UNESCO decision taken at the fag end of the waning millennium and at threshold of the new one

and aspirations find expression. In the post-Cold War era, and thus in a sea-changed world, dominant cultures are driven and represented by their absolute control over dominant capital. Indeed, the contemporary world order is shaped and conditioned by this internationalisation of

mind Professor Samuel P. Huntington, while reviewing the past-Cold War world scenario, came up with the controversial observation relating to an ensuring 'clash of civilizations'. He would have been more apt had he characterised this clash as one of cultures. In this context, the UNESCO decision recognises multiculturalism; and thus is meant to negate possibility of a conflictual cultural scenario across the world. The context of this decision becomes more apparent when it is taken into consideration that the twenty-first century has already been recognised as one of culture by the world community. As against the Huntingtonian prognosis of clash of civilizations' we have now the counter-hypothesis of 'dialogue of civilizations' proffered by the Iranian-President Khatami and eloquently endorsed by the UN Secretary General Kofi Annan. But while suggesting such a positive deeper perspective of the UNESCO decision it is in no way meant that in the new millennium the world would be an idyllic abode for the homo sapiens free from the aberrations that have characterised their life and times during the passing millennium. The fate of the dominated nations by the stronger nations would remain unchanged as long as the former remain economically and thereby politically vulnerable. But like all the well-meaning catalysts this UNESCO decision, backed as it is by an apparent pious wish, deserves to be viewed with a positive perspective.

Bangladesh takes pride in that it is the Bangladesh effort that bore fruit in the form of the UNESCO decision. In the past, this nation shed blood for securing one of the state languages status for their mother language. Now this very nation, through an intensive diplomatic endeavour, has, along with other languages of the world, achieved a world status for its mother language—Bangla. This new pride of the Bengalee nation is institutionally represented in the Bangla Academy—an institution that owes its origin in the blood of the language-martyrs.



Shahid Barkat

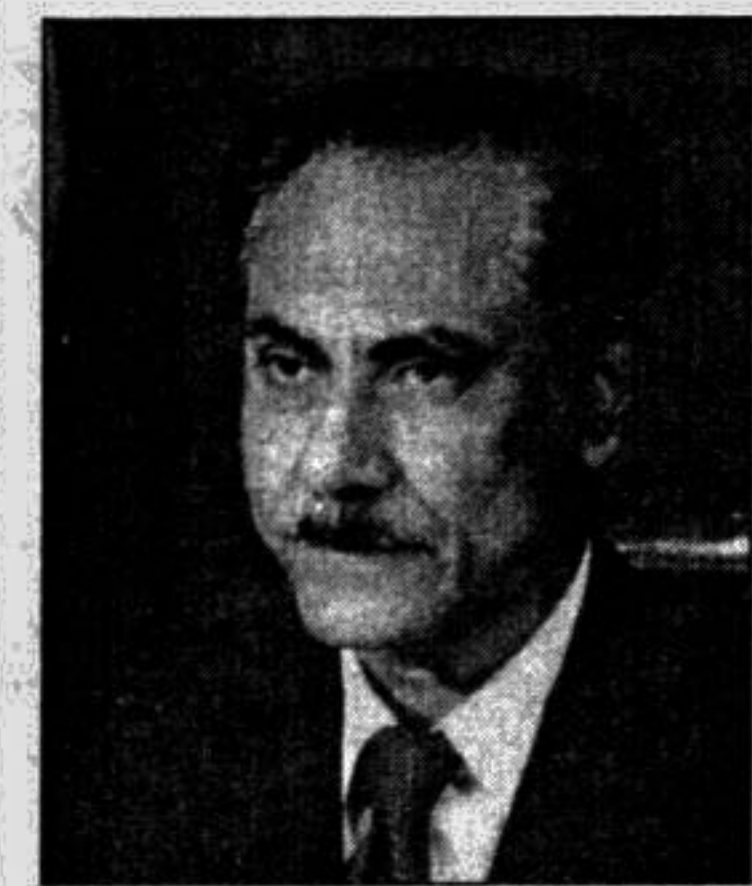
Shahid Rafiq

Shahid Shafiqur Rahman



has a significance deeper than is commonly assumed. It is apparently a recognition of the languages spoken across the world. But deep down the words of the decision there lies the implicit fact that this is also a recognition of cultures other than the dominant ones. As anywhere in the world language is the medium through which culture or cultural attributes

capital. But as against this apparent domination there is also discernible trend of the dominated world's (i.e. the Third World) autonomy assertion vis-a-vis the world order. For obvious reasons this autonomy assertion does not carry any meaning economically, politically, and even militarily, but culturally this is indeed prominently discernible. Keeping such a context in



রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ঢাকা

২৩ অক্টোবর ১৯৮৬

০৭ ডিসেম্বর ১৯৯৯

বাণী

বাঙালি জাতির অহঙ্কার মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আজ সারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের অলঙ্কারে পরিণত হয়েছে। মাতৃভাষার জন্য বাঙালি জাতির আত্মদান বৃথা যায় নি, ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তা আরো ভাব্য হয়ে উঠেছে। এ ঘোষণাকে উৎসবের সাথে পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আমি এ উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি

সহকারী  
বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ



মন্ত্রী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙালি জাতি ধাপে ধাপে অনেক বিজয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এরমধ্যে ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত হওয়া ঘটনা, এ জাতির সম্মানীয় ঐতিহ্যের এক বড় পাওয়া বলেই মনে করি।

দুনিয়ার আর কোন জাতি ভাষার জন্য রক্ত দেয়নি। বাঙালি তার মাতৃভাষার মর্যাদার প্রশ্নে যে লড়াই সংগঠিত করেছিল, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সকল জাতি-গোষ্ঠীর কাছেই এটা এখন অনুপ্রেরণার বিষয়।

বিশ্বের মানুষ এখন থেকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালি জাতির মাতৃভাষা ভালবাসার গাথা তনবে এবং নিজেদের উদ্ধৃত্ত হবে। এবং একই সঙ্গে ছোট-বড় সকল জাতি-গোষ্ঠীর মাতৃভাষাই মর্যাদার সঙ্গে সহাবস্থান করবে।

বাংলাদেশের জনগণের এই উৎসবের দিনে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সকল ভাষা শহীদদের এবং সকল ভাষা সৈনিকদের, যাদের ত্যাগ-ত্যাগিকার বিনিময়ে এই মহান অর্জন সর্বজাতি ও গোষ্ঠীর সম্পদে পরিণত হয়েছে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২/২/১০০  
(এ এস এইচ কে সাদেক)



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ অক্টোবর ১৯৮৬

০২ ডিসেম্বর ১৯৯৯

বাণী

বাঙালি জাতির রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের স্বাক্ষর একুশে ফেব্রুয়ারি আজ ইতিহাসের গতি অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বের সম্পদে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো-তে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতিলাভ করার ফলে বিশ্বসভায় বাংলাদেশের ও বাঙালি জাতির আরেক দফা মহা বিজয় সূচিত হল।

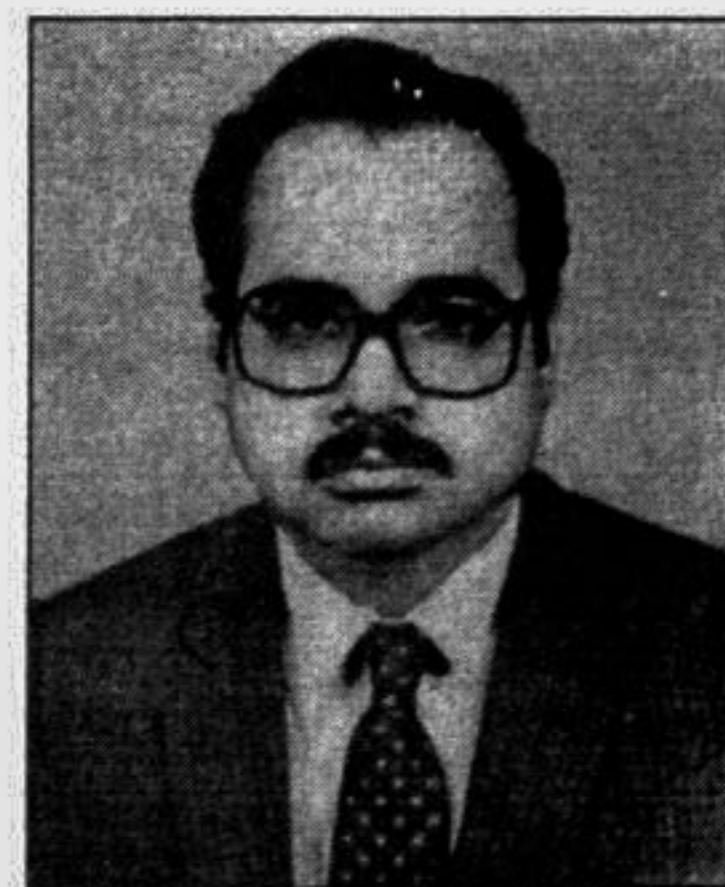
১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল বাঙালি জাতির নতুন অধ্যায়া। দাতকের দল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে এবং পরবর্তীতে স্বৈরশাসনের মাধ্যমে বাঙালির সেই অগ্রগতিকে কিছু দিনের জন্য হলেও থামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনকারী জাতিকে চিরদিনের জন্য ত্ত্ব করে দিতে পারেনি। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন থেকে শুরু হয়েছে আবার নব্যযাত্রা এবং নতুন নতুন বিজয়ের নানান ঘটনা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ নভেম্বর (১৯৯৯) আমরা বাঙালি জাতির মাতৃভাষার লড়াইয়ের স্বীকৃতি পেয়েছি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে। দুনিয়ার ইতিহাসে একমাত্র বাঙালি জাতিই মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে। বাঙালিরা চেয়েছিল, শুধু মাতৃভাষার সমান মর্যাদা। এবার ইউনেস্কো সেই চেতনা গ্রহণ করেছে সমগ্র বিশ্ব সমাজের জন্য, — এখন থেকে পৃথিবীর সকল জাতি ও গোষ্ঠীর মাতৃভাষার মর্যাদা হবে সমান।

৭ ডিসেম্বর সমগ্র বাঙালি জাতি ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতিকে একযোগে পালন করবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশে অবস্থিত অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর মাতৃভাষাকেও আমরা সযত্নে লালন করব।

আজকের এ দিনে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আমাদের সকল ভাষা শহীদ এবং ভাষা সৈনিকদের, যাদের ত্যাগ ও ত্যাগিকার বিনিময়ে একুশের মূল চেতনা বিশ্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা



সচিব

শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ঢাকা

বাণী

ইউনেস্কোর ১৮৮টি সদস্য রাষ্ট্রের সর্বসম্মত সম্মেলনের মাধ্যমে অমর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে গ্রহণের ফলে পৃথিবীর সব জাতি ও সকল ভাষাভাষী মানুষের আপন আপন মাতৃভাষার অধিকার এবার সারা বিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃত হলো।

মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় বায়ান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলার দামাল ছেলোদের রক্তদান একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে সার্বিকতা লাভ করে। তখন থেকে কালান্বিত ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালিরা মাথা উঁচু করে উদ্‌যাপন করতে পারে। আগামী শতাব্দীর ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বের সকল দেশ মাতৃভাষা দিবস হিসাবে 'মে দিবস' পালনের মতো করে পালন করতে থাকবে। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য বাঙালির হৃদয় আত্মত্যাগ সারা বিশ্ব সমাজের সাথে অবাক বিশ্বকে স্মরণ করবে। বাংলাদেশের জন্য এটা এক অনন্য অর্জন। ২১শে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃতির মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে সার্বিক হলো। এখন থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি হোক আমাদের আনন্দের দিন, অর্জনের দিন, গর্বের দিন। আজ এই আনন্দের দিনে তাই সকল শহীদদের সাথে সাথে সমগ্র জাতিকে জানাই স্রদ্ধা অভিনন্দন।

স্বাক্ষর  
(স্বাক্ষরিতঃ রফিকউদ্দিন আহমদ)

## 21st February as the International Mother Language Day : How We Did it and How We Felt about it

by Dr. Saadat Husain

It was 12 November '99. Commission-II of the 30 General Conference of UNESCO was in session. The proposal to establish the universal Mother Language Day on 21 February would be tabled soon. It was to be tabled on the previous day, but was not done because of time constraint. We, the members of Bangladesh Delegation to the Conference were excited and anxious about the outcome. Intense lobbying under the leadership of

Bangladesh Education Minister Mr. A. S. H. K. Sadique continued for a considerable period of time. In his address as the Leader of Bangladesh Delegation the Minister explained the importance of the 21st February and urged the fellow delegates to proclaim this day as the 'International Mother Language Day'. The Bangladesh Embassy in Paris worked hard to muster support for the proposed resolution from the member

states of the Conference. As a result twenty-eight countries including Pakistan agreed to formally support the proposal. Having stayed in Paris for about ten days the Minister returned home. It was my turn to join the Bangladesh delegation as its Deputy Leader. On the eve of my departure for the Conference in Paris, the Education Minister briefed me about the proposal. He was hopeful that the proposal had high odds of getting accepted

in this Conference despite opposition from some quarters on the pretext of additional financial burden that they argued would be involved in the process. He also monitored the development from Dhaka on a regular basis.

A few minutes back I had to withdraw from the Commission II's session because I went to the Plenary to vote for the election to UNESCO's new Director General. Our Ambassador to

France and Permanent Representative to UNESCO Syed Moazzem Ali was given the responsibility to move the proposal in the Commission. I was worried that I might miss the crucial moment of moving the proposal. Thanks to the time taken in debating other proposals, tabling of this proposal was delayed. I could as a result, join the Bangladesh delegation in Commission II before the proposal was moved by Syed Moazzem Ali. In addition to myself the other

members of Bangladesh Delegation present in the session were Prof. Saidur Rahman, Vice-Chancellor of Rajshahi University, Prof. Kafiluddin Ahmed, Secretary UNESCO National Commission of Bangladesh and Iktiar Chowdhury, Counsellor, Bangladesh Embassy in Paris. Mr. Tony (Tozammel) Haque, Special Advisor to DG UNESCO was also with us.

Ambassador Ali did his job well. He prepared the state-

See page 16